চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ধর্মশিক্ষা নীতিমালা

পটভূমি

দীর্ঘদিন যাবৎ ছেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষাদানের সিলেবাস নিয়ে শ্রদ্ধেয় বিশপ প্যাট্রিক ডি' রোজারিও এর নির্দেশে আমরা চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের পালকীয় কমিশন চিন্তা-ভাবনা করি। এক পর্যায়ে আমরা প্রথম শ্রেণী থেকে ৩য় শ্রেণীর অর্ধেকটা পর্যন্ত রচনাও করে ফেলি। হঠাৎ আমাদের আরেকটি সভার চিন্তা আসল, যে ধর্মশিক্ষা দানের একটা নতুন পদ্ধতি যশোর জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ছাপানো আছেই, তবে আমরা আবার নতুন ভাবে পরিশ্রম করে ছাপানোর জন্য বাড়তি খরচ করব কেন, আমরা তো এ নতুন পদ্ধতি “ক্যাটেলেট”-এর প্রস্তাব বিশপকে দিতে পারি যেহেতু পদ্ধতিটি পালকীয় কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল। আমরা বিশপকে প্রস্তাব করেছি।

পরবর্তীতে শ্রদ্ধেয় বিশপ বললেন, এটি শুধু পালকীয় কমিশনের গ্রহণযোগ্য হলে চলবে না, এটা আরও প্রসার ঘটাতে হবে। তবে ধর্মপ্রদেশের দুই অঞ্চলের পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণীদের সভায়, পুরোহিতদের দুটি প্রেসবিটারীয়ান সভায় প্রথমত উপস্থাপন করার জন্য বিশপ বললেন। পালকীয় কমিশন এই চারটি বইসহ উপস্থাপন করল। তাতে ধর্মপ্রদেশের পুরোহিতগণ, সিষ্টারগণ এ পদ্ধতিটি গ্রহণ করে। তাছাড়া ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফা: মারচেল্লো বরিশালে এ পদ্ধতির সেমিনার করেছিলেন একবার। তখন শুধুমাত্র চার পৃষ্ঠার একটি আলাদা পাঠ ছিল, বইয়ের আকারে নয়। তাই ধর্মপ্রদেশে খরচ বেশী হবে বলে জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে জানানো হয় এবং দীর্ঘকাল এ প্রচেষ্টা বন্ধ থাকে। পরে ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল থেকে পালকীয় কমিশনের প্রচেষ্টায় একটি দল আবার “ক্যাটেলেট” ধর্মশিক্ষার পদ্ধতির কোর্স করে। বরিশাল অঞ্চলের জন্য প্রাথমিক ভাবে একটি প্রশিক্ষণ সেমিনার করা হয়। এরপর থেকে পালকীয় কমিশন শ্রদ্ধেয় বিশপকে ধর্মশিক্ষা-নীতির ব্যাপারে একটি পালকীয় পত্র লিখতে বলেন। বিশপ পালকীয় পত্র না লিখে, যখন যে ধর্মপল্লীতে গিয়েছেন সেখানে তিনি “ক্যাটেলেট” ধর্মশিক্ষা পদ্ধতি শুরুর কথা বলেন।

ইতিমধ্যে ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ধর্মপ্রদেশে পরিবার বিষয়ক পঞ্চবার্ষিকী কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অঞ্চলের নোয়াখালী, জামালখান, কাথিড্রাল ও রাঙ্গামাটি ধর্মপল্লী নিয়ে কাথিড্রালে এ পদ্ধতিটির পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। ৪৭ জন শিক্ষিকা এ পদ্ধতির সাথে পরিচিত হন। তারা বলেন, এ পদ্ধতির পাঠদান সহজ হবে। সিঃ এগ্নেস সি,এস,সি, ও মি: রবি খ্রীষ্টফার ডি' কস্তা পদ্ধতিটি উপস্থাপন করেন। ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দের মূলসুর ‘পরিবার : তুমি কে?’; বিষয়বস্তু : পরিবার ও ঐশ পরিকল্পনা; উদ্দেশ্য: ঐশবিধান ও মণ্ডলীর শিক্ষা অনুসারে পরিবারের গঠন। স্বভাবত: পরিবারে ছেলে-মেয়ে ও বয়স্কদের বিশ্বাসের গঠনের ব্যাপারটিই আসে। তাই এ বছরের প্রথম ভাগে পালকীয় কমিশনের সাথে ও পালকীয় সেবাকেন্দ্রের মি: রবি খ্রীষ্টফার ডি' কস্তার সাথে বসে যশোর থেকে প্রকাশিত পদ্ধতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করে দেখেন। পরবর্তীতে তিনি ধর্মপ্রদেশের সকল পুরোহিতদের, সিষ্টারদের ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্তভাবে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ধর্মশিক্ষাবিষয়ক নীতিমালা প্রকাশ করেন।

চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ধর্মশিক্ষা বিষয়ক নীতিমালা

০১। শিশু ও যুবদের জন্য এবং বয়স্ক দীক্ষাপ্রার্থী বা নব দীক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য ধারাবাহিক ধর্মশিক্ষা দেওয়া ধর্মপ্রদেশের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

০২। সরকারী সিলেবাস অনুসারে স্কুলে যাওয়া প্রত্যেক শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। যেহেতু খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ের জন্য এই একই ধর্মশিক্ষা পুস্তক রয়েছে, সেহেতু তা মূলত বাইবেলের উপর ভিত্তি করে রচিত।

০৩। কাথলিক মণ্ডলীতে তার নিজস্ব ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মশিক্ষা রয়েছে। সেই ধর্মশিক্ষায় আছে – (ক) কাথলিক বিশ্বাসমন্ত্র, (খ) সংস্কারীয় উপাসনা, (গ) খ্রীষ্টীয় (নৈতিক) জীবন এবং (ঘ) প্রার্থনার জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা।

উপরোক্ত চারটি বিষয় নিয়ে "কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা" রচিত। এই বিষয়ে কাথলিক খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের শিক্ষা দেওয়া মণ্ডলীর দায়িত্ব।

০৪। স্কুলবয়সী ছেলেমেয়েদেরকে কাথলিক ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য ফিলিপাইন থেকে প্রকাশিত 'ক্যাটেলেট' নামক ধর্মশিক্ষা বইগুলো যশোর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। ১ম থেকে ১০ম শ্রেণীর জন্য শিক্ষক-সহায়িকাসহ শিক্ষার্থীদের জন্য দশটি টেক্সট বই প্রকাশ করা হয়েছে।

০৫।ধর্মপ্রদেশের যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ধর্মশিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে আলোচনা করে, এই ক্যাটেলেট বইগুলো চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

০৬। ক্যাটেলেট ধর্ম বইয়ের মধ্যে শিক্ষা সহায়িকাসহ দশটি বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

(ক) ছোটদের খ্রীষ্টীয় ধর্মশিক্ষা (১ম থেকে ৫ম শ্রেণী)

০১ - ঈশ্বর আমাদের পিতা ঃ ১ম শ্রেণী ১৫টি অধিবেশন
০২ - আমাদের ভাই যীশু ঃ ২য় শ্রেণী ১৫টি অধিবেশন
০৩ - ঈশ্বরের পরিবার ঃ ৩য় শ্রেণী ১৫টি অধিবেশন
০৪ - যীশুই আমাদের সত্য ঃ ৪র্থ শ্রেণী ১৫টি অধিবেশন
০৫ - যীশুই আমাদের পথ ঃ ৫ম শ্রেণী ১৫টি অধিবেশন

(খ) যুব খ্রীষ্টীয় শিক্ষা (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী)

০৬ - যীশুই আমাদের জীবন ঃ ৬ষ্ঠ শ্রেণী ১৫টি অধিবেশন
০৭ - যীশু খ্রীষ্টের পরিচিতি ঃ ৭ম শ্রেণী ১৫টি অদিবেশন
০৮ - আমরা বিশ্বাস করি ঃ ৮ম শ্রেণী ১৪টি অধিবেশন
০৯ - খ্রীষ্টের অনুসরণ ঃ ৯ম শ্রেণী ১৫টি অধিবেশন
১০ - যীশুর সমাজের ধর্মানুষ্ঠানসমূহ ১০ম শ্রেণী ১৫টি অধিবেশন

০৭। ক্যাটেলেট ধর্মবই অনুসারে ধর্মশিক্ষা নিম্নোক্ত শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য দেওয়া হবে :

✪ ধর্মপল্লীর আওতাভুক্ত প্রত্যেক প্রাথমিক স্কুলে (১ম থেকে ৫ম শ্রেণী) শিক্ষা দেওয়া হবে, যেখানে অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা কাথলিক মণ্ডলীভুক্ত।

✪ ধর্মপল্লীর আওতাভুক্ত প্রত্যেক মাধ্যমিক স্কুলে (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী) শিক্ষা দেওয়া হবে যেখানে অধিকাংশ ছেলেমেয়ে কাথলিক।

✪ মাধ্যমিক স্কুল-বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ধর্মপল্লীতে আয়োজিত ধর্মশিক্ষা-সপ্তাহের সময়ে (বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে)।

✪ সম্ভব হলে রবিবার বা শুক্রবারে আয়োজিত ধর্মক্লাসের সময় সরকারী সিলেবাসের পাশাপাশি, ক্যাটেলেট ধর্মবই ব্যবহার করা।

✪ ধর্মপল্লীর আওতাভুক্ত ছেলেমেয়েদের সকল হোস্টেলে শ্রেণী অনুসারে প্রত্যেক সপ্তা/পক্ষকালে একটি করে ধর্মক্লাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

✪ শিশু ও ছেলেমেয়েদের সংগঠনের মধ্য দিয়ে ক্যাটেলেট ধর্মবই ব্যবহার করা (শিশুমঙ্গল, ওয়াই, সি, এস, ...)

✪ সম্ভব হলে, স্কুলে সরকারী শিক্ষার পাশাপাশি কয়েকটি বিষয়ে ক্যাটেলেট বই থেকে ধর্মশিক্ষা দেওয়া।

০৮। বোর্ডের ধর্মশিক্ষা বই অথবা ক্যাটেলেট ধর্মবই ছাড়াও যশোর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে সংস্কার গ্রহণের প্রস্তুতির প্রকাশিত ধর্ম বই ব্যবহার করা হবে।

★ **পুনর্মিলনের পথ** ঃ পুনর্মিলন সংস্কারের প্রস্তুতির জন্য (১৫টি অধিবেশন) শিক্ষক-সহচর ও ছেলেমেয়েদের খাতা

★ **নবজীবনের খাদ্য** ঃ প্রথম কমূনিয়নের প্রস্তুতির জন্য (২১টি অধিবেশন) শিক্ষক-সহচর ও ছেলেমেয়েদের খাতা

★ **বিশ্বাসের পথে** ঃ ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য মিশ্র দলে ধর্মশিক্ষা (২৩ টি অধিবেশন) শিক্ষক সহায়িকা ও ছেলেমেয়েদের খাতা

★ **দৃঢ়ীকরণ/ হস্তার্পণ সংস্কার** ঃ পূর্ণদীক্ষার জন্য প্রস্তুতি (সংকলন করে পুস্তক আকারে দেওয়া হবে)।

★ **"সাতটি সাক্রামেন্ত ও আমি"** ঃ সাতটি সাক্রামেন্তের ব্যাখ্যা (শিক্ষক-সহচর)

০৯। "আমাদের সম্মিলিত যাত্রা" (৪৭টি অধিবেশন এবং আনুষঙ্গিক বিষয়)

ধর্মবইটি দীক্ষা-প্রার্থী অথবা দীক্ষাপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হবে।

১০। ক্যাটেলেট ধর্মবই এবং যশোর প্রশিক্ষণ থেকে প্রকাশিত ধর্মবই ব্যবহারের জন্য ধর্মপল্লী পর্যায়ে সকল শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে

হবে।

১১। শিক্ষক-সহায়িকা ও ছেলেমেয়েদের জন্য সুলভ দামে বই সরবরাহ করা।

১২। মফস্বল ধর্মপল্লীতে বছরে এক বা দুই বার ধর্মশিক্ষা-সপ্তাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৩। ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় সেবাদলের সহযোগিতায়, পালকীয় কমিশনের দ্বারা, ধর্মপ্রদেশীয় এই ধর্মশিক্ষা-নীতি বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন করবে।

+ বিশপ প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি
চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ, ৯ মে, ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ।

১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত আবশ্যকীয় শিখনক্রম

এ পদ্ধতিটি ধর্মপ্রদেশে গ্রহণের পর অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ সেমিনার এবং অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

- চট্টগ্রাম অঞ্চল ১টি - ৪৭ জন
- বরিশাল ১টি - ৩৭ জন
- বল্লিপাড়া ১টি - ৮৬ জন
- বান্দরবান ১টি - ৭০ জন
- বরিশাল ১টি - ৫৭ জন
- নারিকেলবাড়ী ১টি - ১৩ জন
- বরিশাল নভিশিয়েট ২বার - ১৬ জন
- ঢাকা পবিত্র ক্রুশ সংঘ ব্রাদার - ১২ জন

উপস্থাপন প্রক্রিয়া ঃ

খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র

প্রার্থনা জীবন — নৈতিকতা বৃদ্ধি — আদর্শ ব্যক্তির অনুসরণ

খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষার ১২টি প্রান্তিক যোগ্যতা

১। সৃষ্টি	৭। উৎসব
২। দায়িত্ব ও কর্তব্য	৮। প্রার্থনা
৩। সকল ধর্ম	৯। শাস্ত্রবাণী আবৃত্তি
৪। সম্মান	১০। যীশু ও শিষ্যদের জীবন
৫। ধর্মগ্রন্থের নাম	১১। মণ্ডলীতে দান
৬। গুণাবলী	১২। উপাসনা

ক্যাটেলেট পদ্ধতির ব্যবহার

ক্যাটেলেট ধর্মশিক্ষাদান পরিচিতি

১। ক্যাটেলেট কি ?

ক্যাটেলেট হল বাইবেলের উদ্ধৃতি, খ্রীষ্ট মণ্ডলীর শিক্ষার সার সংক্ষেপ, গান, বাড়ীর কাজ প্রভৃতি নিয়ে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। প্রতিটি ধর্ম ক্লাসের শুরুতে ছাত্র-ছাত্রীদের এটা দেয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা এগুলি ক্লাসে পাঠ্য ও বাড়ীর কাজের খাতা হিসাবে ব্যবহার করবে। তারা এগুলো বাড়তে নিয়ে বাবা-মা ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সহভাগিতা করতে পারে। "ক্যাটেলেট" প্রকল্পটি ফিলিপাইনের জাতীয় ধর্মীয় কমিশনের সভাপতি আর্চবিশপ লিওনার্ডো জেড, লেগাসপি ও.পি. -এর তত্ত্বাবধানে ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়। ক্যাটেলেটের ধারাবাহিকতার দুটো সিরিজের মাধ্যমে খ্রীষ্ট ধর্ম শিক্ষাকে তুলে ধরা হয়েছে ঃ ১ম শ্রেণী–৫ম শ্রেণী : ছোটদের শিক্ষার জন্য (৫-১১ বছর), ৬ষ্ঠ শ্রেণী–১০ম শ্রেণী : যুব খ্রীষ্টীয় শিক্ষার জন্য (১২-১৬ বছর)।

এভাবেই সিরিজটি শেষ হয়, তখন খ্রীষ্টমণ্ডলীর একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা লাভ করবে। যেখানে আছে সহজ ভাষায় মণ্ডলীর শিক্ষা, ঐশ বাণী, ইত্যাদি। লক্ষ্য হল, ধর্মপল্লীর জন্য শিশুমঙ্গলের খ্রীষ্টীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, যেন ধর্মপল্লীর সকল কাটেখিষ্টদের জন্য সাহায্য হিসাবে বাংলায় একটি চলমান (ধারাবাহিক) খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা সহজলভ্য হয়। এ ধর্মশিক্ষা গ্রন্থ আরও হয়ে উঠতে পারে যুব সমাজের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা হৃদয়ের প্রার্থনা অভিজ্ঞতা।

বর্তমানে ধর্মশিক্ষকদের জন্য পাঠ্য পুস্তক এবং শিক্ষা উপকরণের বড়ই অভাব, বিশেষ করে ১ম থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য। যদিও স্কুলে ধর্মশিক্ষা বিষয়টি রয়েছে তৃতীয় শ্রেণী থেকে। কিন্তু এ ক্যাটেলেট সিরিজটি ১ম-১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে রচনা করা হয়েছে। এ সকল ধর্মশিক্ষা গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যগুলো হল :

ক। প্রতি শ্রেণীর দু'টি পুস্তিকা

একটি হলো "শিক্ষক সহায়িকা" ও অন্যটি ছাত্র-ছাত্রীদের পুস্তিকা। শিক্ষক সহায়িকা কেন ? বিষয়বস্তুর গভীরে যেতে হলে, ছাত্র-ছাত্রী পুস্তক অনুসরণে কিভাবে উপস্থাপন করতে হবে, কোন্ বিষয়টি বুঝাতে হবে, কিভাবে বলতে হবে – শিক্ষক সহায়িকা এ সকল বিষয়ে শিক্ষক বা কাটেখিষ্টকে ধাপে ধাপে পাঠদানে সহায়তা করবে। এমন কি স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরা ও এই আকর্ষণীয় পাঠগুলি শিক্ষা দিতে পারবেন। সহায়িকায় যা দেয়া আছে, যা বলা আছে, তা ঐ ভাবে অক্ষরে অক্ষরে শিক্ষা দেবেন না। তবে আপনাকে সম্পূর্ণ সহায়িকা পড়তে হবে, স্পষ্ট ধারণাটি নিতে হবে বিষয়বস্তুর সাথে পাঠের উপরে যে শিখন ফল রয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে মনোনিবেশ করলেই এ শিক্ষাদান কাজটি সহজ হবে। আপনার শিক্ষাদানের জন্য এ সহায়িকা থেকে যা কিছু করতে চান, তা সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাকে একটি ধারণার জন্য পাঠ প্রস্তুতি করতে হবে। তা হলেই সার্থক ও সুন্দর ক্লাস উপস্থাপন হবে। এ পদ্ধতিটির সাথে বাংলাদেশ শিক্ষা কারিকুলামের সাথে সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে। পাঠে ছবি ও অঙ্গ-ভঙ্গির সাথে গানের ব্যবহার করা।

খ। ছবি

ছবিগুলো আলোচনার জন্য শিক্ষককে ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট সময় দিতে হবে। ছেলেমেয়েদেরকে ছবিগুলো ও রং-এর অর্থগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করতে এবং বিভিন্ন প্রতীকের অর্থ আবিষ্কার করতে দিতে হবে। ছবিগুলো রং করতে বলা ঃ (১) উজ্জ্বল বর্ণের রং ভালবাসা, সুখ আর দয়ার প্রতীক– লাল, হলুদ, কমলা, সবুজ (২) গাঢ় বর্ণের রং স্বার্থপরতা, ক্রোধ, দুঃখ আর পাপময়তার প্রতীক নীল, গাঢ় নীল, ধূসর কালো।

গ। গান

সহজ ও আকর্ষণীয় সুরের গানগুলো ধর্মশিক্ষার জন্য কার্যকরী সহায়ক। ১ম–৫ম শ্রেণী পর্যন্ত গানগুলো সত্যিই শিশুদের উপযোগী গান। তারা এ গান দেহ, মন, প্রাণ দিয়ে গায়। শিশু শ্রেণীর এ গানগুলোর মধ্যেই তাদের পাঠের শিক্ষা রয়েছে। আর ৬ষ্ঠ–১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মক্লাসের জন্য গানগুলো গীতাবলী থেকে বেছে নেয়া হয়েছে।

ঘ। পবিত্র বাইবেলের অধিক ব্যবহার ঘটেছে এবং অর্থের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ঙ। উপাসনা আর প্রার্থনাকে পাঠের অঙ্গ করে তোলা হয়েছে।

চ। পাঠদান পদ্ধতি

পাঠদান পদ্ধতি একটি প্রায়োগিক পদ্ধতি আর তা শিশুধর্মী। প্রতিটি পাঠে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

- প্রস্তুতি, প্রস্তুতির শেষ ভাগে বিষয়বস্তু ঘোষণা করতে হবে।
- উপস্থাপনা
- ঐশবাণী ঘোষণা
- খ্রীষ্টীয় শিক্ষা
- সম্পূরক কাজ/ ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান

ছ। প্রতিটি শ্রেণীর ১৫টি পাঠ

প্রতিটি পুস্তিকা রচনা করা হয়েছে একটি মূলসুরের উপর। একটি মূলসুরকে ভিত্তি করে রয়েছে প্রতিটি শ্রেণীর জন্য ১৫টি পাঠ। যেমন, ১নং সিরিজ বা প্রথম শ্রেণীর পাঠের মূলসুর হচ্ছে "ঈশ্বর আমাদের পিতা" এর উপর বিভিন্ন উপ-শিরোনামে আবার ১৫টি পাঠ রয়েছে। প্রথম পাঠটি হলো "আমার নাম ধরে ঈশ্বর আমাকে ডাকেন"। এভাবে আবার দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য ১৫টি করে পাঠ। কোন পাঠ বড় হলে শিক্ষক ভাগ করে দু'দিনেও নিতে পারবেন।

সামঞ্জস্য ঃ কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার প্রধান চারটি ভাগ হলো- (১) বিশ্বাসমন্ত্র (২) উপাসনা ও সংস্কার (৩) নৈতিক বিধান ও আজ্ঞাসমূহ (৪) প্রার্থনা, এর সাথে ক্যাটেলেট ধর্মশিক্ষার সিলেবাসের অনেকটা মিল রয়েছে। আবার একই বিষয় শিশুদের জন্য ও যুবদের জন্য দ্বিতীয়বার উপস্থাপন করা হয়েছে।

১ম শ্রেণী = ঈশ্বর আমার পিতা
২য় শ্রেণী = আমাদের ভাই যীশু
৩য় শ্রেণী = ঈশ্বরের পরিবার (সাক্রামেন্ত)
৪র্থ শ্রেণী = যীশুই আমাদের সত্য (শ্রদ্ধামন্ত্র)
৫ম শ্রেণী = যীশুই আমাদের পথ (আজ্ঞা)
৬ষ্ঠ শ্রেণী = যীশুই আমাদের জীবন (সাক্রামেন্ত)
৭ম শ্রেণী = যীশু খ্রীষ্টের পরিচিতি
৮ম শ্রেণী = প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র আমরা বিশ্বাস করি
৯ম শ্রেণী = খ্রীষ্টের অনুসরণ (আজ্ঞা)
১০ম শ্রেণী = যীশুর সমাজের ধর্মানুষ্ঠান সাক্রামেন্ত/প্রার্থনা

মন্তব্য : "ক্যাটেলেট" একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি যা ধর্মশিক্ষাদানে প্রয়োগ করা যায়। এ কারণে শিক্ষক-শিক্ষিকা সহায়িকা তৈরী করা হয়েছে, যা থেকে পাঠ প্রস্তুত করে ক্লাসে উপস্থাপন করতে পারবে। ব্যক্তিগতভাবে পদ্ধতিটি আমার পছন্দ। কারণ পদ্ধতিটি পরিপক্ক ও সবার জন্য প্রযোজ্য।

কিছু মূলসুর শিশু থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত দু'বার ব্যবহার করেছে। যেমন সংস্কার, আজ্ঞা, বিশ্বাসমন্ত্র ইত্যাদি। এখানে দেখানো হয়েছে- সংস্কারগুলো, আজ্ঞাগুলো, বিশ্বাসমন্ত্র শিশুকালে কি শেখানো যাবে? আবার যুবকদেরও কিভাবে শিখাতে হবে? তাছাড়া, এ পদ্ধতির মূল ফোকাস "ঐশবাণী" টি ছোট হলে, তা মুখস্থ করালে ভাল হবে।

অবশ্যই বইগুলো হুবহু অনুবাদ করায় ফিলিপাইনের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ সেখানে রয়েছে। কিছু ঘটনা/সাধুদের নাম/ উদাহরণ সব ফিলিপাইনের। সেজন্য একটু বিসদৃশ লাগে। সার্বিকভাবে বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার তত্ত্ব খুবই সমৃদ্ধ। আবার শিক্ষক সহায়িকায় কিছু উপস্থাপন রয়েছে, যা বুঝতে একেবারে সহজও না। তবে যে একেবারে অসাধ্য, তা নয়।

সার্বিকভাবে বলতে গেলে, আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা শিক্ষা উপকরণ চায় কিন্তু আমরা ব্যয়বহুল বলে বা বিষয়বস্তু ভিত্তিক উপকরণ সব সময় পাওয়া যায় না বলে, বর্তমানে ধর্মশিক্ষাদানে এ ধরণের পদ্ধতি খুবই উপযোগী। কারণ উপকরণ হিসাবে ছেলেমেয়েরা মোটামুটি যা পছন্দ করে তা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে; যেমন – ছবি বিশ্লেষণ, রং করা, অভিনয়, গল্প, অঙ্গভঙ্গি দিয়ে গান করা ঘটনা, সাধুদের জীবনী এগুলো প্রতিটি পাঠেই প্রায় উপস্থাপিত হয়েছে।

সুপারিশ ঃ

অনেকদিন যাবৎ ধর্মশিক্ষাদানের সিলেবাস নিয়ে আমরা চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের পালকীয় কমিশন চিন্তা-ভাবনা করি। ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত আমরা রচনাও করেছি, যখন আমরা এ পদ্ধতি হাতে পেলাম তখন আমরা থেমে গেলাম। কারণ এ পদ্ধতি সিলেবাস ভিত্তিতে রচনা করা ও ছাপানোই আছে। পদ্ধতিগত ভাবে আমাদের এটা পছন্দ হওয়ায় পালকীয় কমিশন সুপারিশ করেছে যেন এ পদ্ধতিটি প্রতি ধর্মপল্লী গ্রহণ করে। ধর্মপ্রদেশের সকল ধর্মপল্লীতে, স্কুলে, শিশুমঙ্গল দল, যুবকদের জন্য এ বইটি ব্যবহার করলে, যারা ধর্মপ্রদেশে সংস্কার, আজ্ঞা, বিশ্বাসমন্ত্র, প্রার্থনা ইত্যাদি শিক্ষাদানের জন্য একটি ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। বই ক্রয়ে বাড়তি খরচ হলেও বর্তমান বিদ্যালয়ের কারিকুলামের পাশাপাশি বইগুলো সমানতালে চলতে পারে।

আমরা বরিশালের একটি দল যশোরে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে বরিশাল অঞ্চলের একটি দলকে এ ক্লাসের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দিয়েছি। অনেকে গ্রহণ করেছে। যতবেশী প্রশিক্ষণ হবে, পদ্ধতিটি আয়ত্ত করতে সহজ হবে। আশা করি, চট্টগ্রামেও তা করলে ভাল হবে। ধর্মপল্লীর ধর্মশিক্ষাদান কমিটিকে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে।

নমুনা ক্লাসে অনুসরণকারীরা যা লক্ষ্য করবেন ঃ

- শিখন ফলটা কি ?
- শিক্ষক কখন মূলসুর ঘোষণা করেন ও বোর্ডে লিখেন ?
- পরে কিভাবে উপস্থাপন শুরু করেন
- শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে প্রস্তুতি/বিষয়গুলো মোটামুটি উপস্থাপন হচ্ছে কিনা।
- সহায়িকা বই হাতে নিয়ে পাঠদান করা উচিত নয়। প্রস্তুতি ভাল হলে পাঠদান সুন্দর হবে।

নমুনা ক্লাস উপস্থাপন ঃ

১। একটি করে শিক্ষক সহায়িকা বই

২। একটি করে ছাত্র সহায়িকা বই

১ম শ্রেণী ঃ ১ম পাঠ; ৫ম শ্রেণী ঃ ২য় পাঠ; ৮ম শ্রেণী ঃ ১ম পাঠ।

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা বই এবং ক্যাটেলেটের তুলনামূলক আলোচনা

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা বইয়ে চারটি ভাগে কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে।

(১) বিশ্বাসমন্ত্র (২) সংস্কার ও উপাসনা (৩) বিধান ও আজ্ঞাবলী (৪) প্রার্থনা

ফিলিপাইন থেকে প্রকাশিত এ 'ক্যাটেলেট' ধর্মশিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা পদ্ধতির উল্লিখিত চারটি ভাগের বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রেখেই ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত তা সন্নিবেশ করেছেন।

১। বিশ্বাসমন্ত্র ঃ ৪র্থ ও ৮ম শ্রেণী

২। সংস্কার ও উপাসনা ঃ ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১০ শ্রেণী

৩। বিধান ও আজ্ঞাবলী ঃ ৫ম, ৯ম শ্রেণী

৪। প্রার্থনা ঃ ৭ম, ১০ম শ্রেণী

শ্রেণী ভিত্তিক পুস্তকের শিরোনাম ও কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য।

খ্রীষ্ট মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা বই অনুসারে সন্নিবেশ ঃ

১ম শ্রেণী - ঈশ্বর আমাদের পিতা – প্রার্থনা ৪টি এবং খ্রীষ্ট মণ্ডলী

২য় শ্রেণী - আমাদের ভাই যীশু – ৩টি সাক্রামেন্ত : দীক্ষাস্নান, পুনর্মিলন, খ্রীষ্টপ্রসাদ

৩য় শ্রেণী - ঈশ্বরের পরিবার (সাক্রামেন্ত) জীবন

৪র্থ শ্রেণী - যীশুই আমাদের সত্য (শ্রদ্ধামন্ত্র)

৫ম শ্রেণী - যীশুই আমাদের পথ (আজ্ঞা)

৬ষ্ঠ শ্রেণী - যীশুই আমাদের জীবন (সাক্রামেন্ত) জীবন

৭ম শ্রেণী - যীশু খ্রীষ্টের পরিচিতি

৮ম শ্রেণী - শ্রদ্ধামন্ত্র –সত্য

৯ম শ্রেণী - খ্রীষ্টের অনুসরণ (আজ্ঞা) পথ

১০ম শ্রেণী - সাক্রামেন্ত

প্রশিক্ষণের আয়োজন প্রক্রিয়া

প্রথমত, বিশপ এ বছরে 'বিশ্বাসের গঠন' পরিবারে এর উপর কাজ করতে ফাদার, ব্রাদার, সিষ্টার সকলকেই আহ্বান করেন। দ্বিতীয়ত, এ শিক্ষা তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়ার অনুরোধ জানান। ইতিমধ্যে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসাবে ক্যাটেলেট বই ও শিক্ষক সহায়িকা যশোর থেকে সংগ্রহ ক'রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষকদের জন্য এফ.ওয়াই.টি. পি. আয়োজিত শিক্ষা প্রশিক্ষণের সাথে ২-৩দিন বাড়িয়েও পাহাড়ী এলাকায় এ শিক্ষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বরিশালে ৫৭ জনের একটি প্রশিক্ষণ হয়েছে এফ.ওয়াই.টি.পি.-এর অর্থায়নে। সেখানে শিক্ষকদের হাতে শিক্ষা উপকরণস্বরূপ বই দেয়া হয়েছে। বিশপ খুব উৎসাহ দিচ্ছেন, এ প্রশিক্ষণ ও প্রক্রিয়া চলমান রাখতে। পরবর্তীতে এ শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার যেন মূল্যায়ন করা হয়, তিনি এর উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। পালক পুরোহিতগণ বিশপের নীতিমালা অনুসারে ১,২ শ্রেণীর ধর্মশিক্ষা এ পদ্ধতি অবশ্যই চালু করবেন।

পদ্ধতিটি উপস্থাপন করতে গিয়ে কিছু সমস্যারও উদ্ভব হয়েছে

সমস্যাগুলো হচ্ছে –

১। শব্দ ভিত্তিক অনুবাদ

২। ফিলিপিনো সংস্কৃতির ভাবধারা, ভাষা, ছবি ও কাহিনী বিদ্যমান

৩। গ্রামে যারা ক্লাস নেন, তাদের তো ছাত্র-ছাত্রী খুব বেশী নয়, কেউ কেউ ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর ধর্মশিক্ষা একসঙ্গে দেন। তারা কিভাবে ঐ ক্যাটেলেটে বর্ণিত প্রতিটি শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত ১৫টি পাঠ অর্থাৎ সর্বমোট ৪৫টি পাঠদান করতে পারেন ?

সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে এভাবে চিন্তা করতে হবে। যিনি প্রশিক্ষণ উপস্থাপন করেন তাকে সকল শ্রেণীর পাঠগুলো সম্পর্কে ধারণা রেখে তিনটি শ্রেণী একত্রিত করে একটি সংক্ষিপ্ত সিলেবাস প্রণয়ন করতে পারেন। যেমন –

১ম শ্রেণী - শিরোনাম ঃ ঈশ্বর আমাদের পিতা

এখানে সর্বমোট ১৫টি পাঠ রয়েছে। তার মধ্যে পরিচয়

ভিত্তিক পাঠ ১ থেকে ৪; 'প্রার্থনা কাকে বলে' সম্বন্ধে পাঠ ৫ থেকে ৮; এরপর 'মণ্ডলী কি' এর উপর পাঠ ৯ থেকে ১১। শেষ ৪টি পাঠ 'মাণ্ডলিক প্রার্থনা'-র উপর। এখন এ ১৫ পাঠ থেকে বেছে নেয়া যায় –

ক) 'পরিচয়' বিষয় থেকে যে কোন ১টি
খ) 'প্রার্থনা কি' বিষয় থেকে যে কোন ১টি
গ) 'মণ্ডলী কি' থেকে যে কোন ১টি
ঘ) 'মাণ্ডলিক প্রার্থনা' সম্বন্ধে শেষ ৪টি পাঠ আবশ্যিক।
১ম শ্রেণী থেকে মোট ৭টি পাঠ।

২য় শ্রেণী - শিরোনাম ঃ আমাদের ভাই যীশু

এ বইয়ের মোট ১৫টি পাঠের

- ১ ও ২ থেকে একটি পাঠ ;
- যীশুর সঙ্গে শরীর, মন ও আত্মা বৃদ্ধি পাচ্ছে এ বিষয়ে ৩,৪,৫ নং পাঠ মিলিয়ে ১টি পাঠ প্রস্তুত করা ;
- যীশুর শিক্ষা : ঈশ্বরকে ও মানুষকে ভালবাসা (৭,৮) পাঠগুলিকে ১টি পাঠে প্রস্তুত করা;
- ৯,১০,১১,১২ নং পাঠকে একটি পাঠে প্রস্তুত করা; এবং
- ১৩, ১৪, ? নং পাঠগুলি আবশ্যিক।

মোট পাঠের সংখ্যা দাঁড়াবে ৬টি। এ ৬টি পাঠদান আবশ্যিক।

তৃতীয় শ্রেণী - শিরোনাম ঃ ঈশ্বরের পরিবার

বইয়ের ১৫টি পাঠ থেকে ৬,৭,৮,৯ কে ১টি পাঠ করা কিন্তু ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৫ এ ছয়টি পাঠ ১টি পাঠ খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার : খ্রীষ্টযাগের ছয়টি অংশ। তাই তৃতীয় শ্রেণীতে ১টি (৬,৭,৮,৯) থেকে পরবর্তী ছয়টিকে ১টি পাঠ। মোট ১+১=২টি পাঠ।

তা হলে প্রথম শ্রেণীর মোট = ৭টি
দ্বিতীয় শ্রেণীর মোট = ৬টি
তৃতীয় শ্রেণীর মোট = ৮টি (২টি)
= ২১টি বা ১৫টি

এ সমস্যা সমাধান করতে গেলে তিন ক্লাস একত্রে মিলিয়ে এ ১৫টি পাঠ অবশ্যই দিতে হবে।

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পাঠদান একসঙ্গে করা যাবে না। এখানে বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিধানের ব্যাখ্যাবলী রয়েছে। যুবকদের উপযোগী ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর পাঠদানে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

সার্বিকভাবে বলতে গেলে, আমিই পথ, সত্য ও জীবন উপর ভিত্তি করে কাথলিক মণ্ডলীর তত্ত্ব ক্যাটেলেটের ১ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণীর জন্য প্রণীত বইগুলোর ১৫০ টি অধিবেশন থেকে জানা যাবে।

সত্য ঃ শ্রদ্ধামন্ত্র – ৪র্থ শ্রেণী, ৮ম শ্রেণী
পথ ঃ বিধান ও আজ্ঞা – ৫ম, ৯ম শ্রেণী
জীবন ঃ সংস্কারীয় জীবন – ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১০ম শ্রেণী।

৭। পাঠদান উপস্থাপকদের মূল্যায়ন

- ❑ শিক্ষক সহায়িকা ভালভাবে পড়তে হবে
- ❑ শিক্ষক সহায়িকার যে গল্প, নাটক, ঘটনা আছে হুবহু তাই বলতে হবে, এমন নয়। সহজ-সরল ভাবে আপনার নিজের মত করে উপস্থাপন করতে পারেন।
- ❑ গানগুলো রপ্ত করে নিতে হবে, নতুবা ক্যাসেট সংগ্রহ করতে হবে। সময় বেশী লাগলে পাঠদান দুই ভাগে করা যেতে পারে।
- ❑ প্রতি তিন মাসে ধর্মপল্লী কেন্দ্রে মূল্যায়ন করলে ভাল।
- ❑ সংস্কার প্রস্তুতি ক্লাসে এ বই ব্যবহার করা যাবে। পাঠদানের পূর্বে শিখনফল জেনে রাখতে হবে।

৮। প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন

- ❑ এ পদ্ধতিতে পাঠদান সম্ভব
- ❑ সুবিন্যস্ত ও পদ্ধতিগত
- ❑ পদ্ধতি অনুসরণ করলে পৃথক উপকরণের প্রয়োজন হবে না।
- ❑ নীচের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা ছবি দেখে খুশী হবে। বাইবেলে ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।
- ❑ ক্লাস শেষ করার জন্য নয় কিন্তু দুভাগে পাঠদান করে শিক্ষাটা জীবনে ঢুকাতে হবে।
- ❑ লেখাপড়ায় যারা দুর্বল তাদের জন্য অনুসরণ করতে অসুবিধা হবে।
- ❑ সরাসরি বিদেশী গল্প না বলাই ভাল।
- ❑ কোন বিষয়ে দেশীয় ভাবধারা না থাকলে তা বাদ দেওয়া ভাল।

প্রস্তাব :

সারা দেশে এ পদ্ধতিতে কাথলিক ধর্মশিক্ষা চালু হোক।

- ◗ মূল্যায়ন ও তদারকীর জন্য পুরোহিত ও সিস্টারগণ বিশেষ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।
- ◗ পুস্তক ও গানের ক্যাসেট আরেকটু সুলভ মূল্যে প্রদানে ব্যবস্থা করা।
- ◗ ধর্মপল্লীর গীর্জায় অভিভাবকদের নিয়ে প্রেরণা ও অবহিতমূলক সভার আয়োজন করা।

প্রতিবেদক ঃ
রবি খ্রীষ্টফার ডি কস্তা
পালকীয় সেবাকেন্দ্র ও ধ্যানাশ্রম।